১৭/৩/২০১১

ফতোয়া বিষয়টি কিভাবে দেখা উচিৎ?

ডঃ খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী
অধ্যাপক, বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যারা ইসলামী চিন্তাবিদ, যারা অসীম আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, এবং আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন রসুল হিসেবে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য এ লেখা। একজন বিশ্বাসী মুসলমান হিসেবে আমি চাই যে আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন পরিচালিত হয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে - কি আমার ব্যক্তি জীবনে, কি পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে। একটি জীবনের শত-কোটি মুহূর্তে অসংখ্য সমস্যা আসবে, যেখানে আমাকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিভাবে সেখানে আল্লাহর নির্দেশিত পথের সন্ধান পাব? আর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে যে কোটি কোটি মানুষ এসে গেছেন, এখন আছেন, বা ভবিষ্যতে আসবেন, তাদের অসংখ্য কোটি সমস্যায় কি কি ভাবে তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথের সন্ধান পাবেন তা নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে।

প্রথমেই আল্লাহর রসুলের (দঃ) একটি কথোপকথনের বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিই (সূত্র: আবু দাউদ)। ইয়েমেন দেশটি মুসলমানদের হাতে এসে পড়লে রসুল সে দেশের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান মুয়াজ ইবনে জাবালকে। তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কিভাবে দেশ চালাবে ?" মুয়াজ বললেন, "পবিত্র কোরানের নির্দেশনা দেখব"। তখন রসুল বললেনে, "পবিত্র কোরানে সমাধান না পেলে?" মুয়াজ বললেন, "আপনার উদাহরণ দেখব"। রসুল বললেন, "সেখানেও না পেলে? " মুয়াজ বললেন, "আমার নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করব"। রসুল তখন আদর করে তার বুকে হাত দিয়ে তিনি যে খুশী হয়েছেন সেটি জানালেন। এ ঘটনায় দেখা যাচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর রসুল (দঃ) বলছেন যে পবিত্র কোরানে সব সমাধান নাও পাওয়া যেতে পারে। অথচ আমরা বলে থাকি যে পবিত্র কোরানে সব সমাধান আছে। বিষয়টি নিয়ে একটু কি ভাবা উচিৎ নয়? কোটি কোটি মানুষের জীবনের কোটি কোটি মুহূর্তের কোটি কোটি সমস্যার নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সমাধান একটি সীমিত পৃষ্ঠার গ্রন্থে কি লিখে দেয়া সম্ভব? এবার যদি পবিত্র কোরানে দেখি, এ গ্রন্থের শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন, "এ গ্রন্থে কোন সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ-নির্দেশক (হেদায়াত)" [কোরান ২:২]। একটি বইয়ের ভূমিকা তার লেখক যেভাবে দেন, আল্লাহ ঠিক একইভাবে পবিত্র কোরানে ভূমিকা দিয়েছেন – কোরান মূলতঃ কি এবং কাদের জন্য। তিনি এখানে বলছেন যে এটি 'হেদায়াত' বা পথ-নির্দেশনা। তিনি বলেন নি যে এটি সম্পূর্ণ আইন বা বিধান। তাহলে সাধারণ যুক্তিই বলে যে গোটা কোরানকে এ আলোকেই দেখতে হবে, ভেতরে কোথাও কোথাও অন্য রকম মনে হলেও। অথচ আমরা কথায় কথায় বলে থাকি কোরান হচ্ছে আল্লার দেয়া অলঙ্ঘনীয় 'আইন বা বিধান'। আসলে আমরা 'পথ-নির্দেশনা' আর 'বিধান'কে গুলিয়ে ফেলেছি, আর তার জন্যই হাজার বছর ধরে ইসলামের নামে পৃথিবী ব্যাপী বিশাল সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছি। ইসলাম সম্পর্কে অন্য ধর্মের তো বটেই, নিজের ধর্মের মানুষের মধ্যেও বিরূপ ধারণা তৈরী করে ফেলেছি। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কোরানের অপর নাম দিয়েছেন 'ফোরকান' বা পৃথককারী [কোরান ২৫:১], অর্থাৎ এ গ্রন্থটি আমাদেরকে ভাল আর মন্দকে পৃথক করে বুঝতে সাহায্য করে। পবিত্র কোরানে নানা কথা, নানা গল্প, নানা রূপক ও উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ আমাকে বোঝাতে চাচ্ছেন ভাল আর মন্দের ধারণা, কিভাবে তা বিশ্লেষণ করতে হয়, তা বুঝতে হয়। আমার সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারি যদি আমি নিজের জীবনকে ভালপথে চালিয়ে, উদাহরণ দিয়ে, ব্যাখ্যা করে, তাকে ভাল আর মন্দের ধারণা দিতে পারি। তবেই না সে নিজের সামনের জীবনে একা পথ চলতে শিখবে। আর যদি তাকে কোন কিছু না বুঝিয়ে কেবল বলি, 'এটা কর, ওটা করো না', তবে সে ভাল-মন্দের তফাৎটি ভালভাবে বুঝবে না, সামনের জীবনের জন্য একজন সুন্দর মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে পারবে না। সমাজের জন্য সে এক উপদ্রব হয়ে দেখা দিতে পারে। আজকের মুসলমানদের কোন কোন কাজ এরকমটি হয়ে দেখা দিচ্ছে না কি? তাই পবিত্র কোরানকে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, অর্থাৎ, 'পথ নির্দেশনা' হিসেবেই দেখা উচিৎ। কোরানকে জোর করে আল্লাহর 'বিধান' বা 'আইন' বলার কারণে তা স্বয়ং আল্লাহ তালার বক্তব্যের বিপরীতে চলে যাচ্ছে এবং ইসলামকে হেয় করে কথা বলার সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে।

পবিত্র কোরান থেকে ইদানীং আমি একটি শিক্ষা পেয়েছি যেটি এ প্রসঙ্গে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। কোরানের বর্ণনায়, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তাকে সব বস্তুর 'নাম' শেখালেন (২:৩১)। এটিকে আমি বিশ্লেষণ করতে পারি এভাবে যে, আদমকে তিনি সব বস্তুর ধর্ম ও আচরণ শেখালেন, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' শেখালেন। এর পর আদমকে বাগানময় ঘুরে ফিরে বেড়ানোর অনুমতি দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ঐ একটি গাছের কাছে যেও না, গেলে তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (২:৩৫)। কিন্তু তাকে শেখালেন না যে কেন সে গাছের কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অর্থাৎ, না বুঝিয়ে তাকে একটি কড়া 'আইন' বা 'বিধান' দিয়ে দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে আদম সে 'আইন' বা 'বিধান' লঙ্ঘন করলেন। এ রূপকটির মাধ্যমে আল্লাহ এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে ভাল-মন্দের বিষয়গুলো না বুঝিয়ে কেবল 'আইন' বা 'বিধান' তৈরী করলে মানুষ তা লঙ্ঘন করবেই – এটিই মানুষের সাধারণ ধর্ম। আমাদের দেশে দেখতে পাই, কেবল ধর্মীয় আলেম নন, সরকার, এমনকি সাধারণ মানুষও কথায় কথায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে 'আইন' আর 'বিধান' তৈরীর কথা বলি প্রায় প্রতিনিয়তই। কিন্তু যে অন্যায় আচরণের জন্য তা করা হচ্ছে, তা কি কমছে? এত আইন-কানুন-বিচারক-পুলিশ-মোবাইল কোর্ট তৈরীর পর সামগ্রিক মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সামাজিক অনাচার গত পঞ্চাশ বছরে উপরের দিকে উঠছে, না নীচের দিকে নামছে? আমার মনে হয় আদম সৃষ্টির ঐ বর্ণণার উদ্দেশ্য আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। মানুষকে বার বার বুঝিয়ে, ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যে ফলাফল পাওয়া যায়, কোন 'বিধান' দিয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পবিত্র কোরানের পুরোটিতে তাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কথাবার্তাই আল্লাহ বলেছেন।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন কোরানে আইন বা বিধানের মত কিছু আয়াত আছে – সেগুলো কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পবিত্র কোরানের ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে 'আইনের' মত দেখতে এ ধরণের মাত্র কয়েকশত আয়াত আছে, পবিত্র কোরানের খুব ছোট একটি অংশ এগুলো। বেশীরভাগের ভাবধারাতেই এ ক্ষুদ্র অংশকে দেখতে হবে। বিশেষ করে পবিত্র কোরানের ভূমিকার কথাটি খেয়াল রাখতে হবে, যেখানে আল্লাহ কোরানকে 'পথ-নির্দেশনা' হিসেবে বলেছেন, 'বিধান' হিসেবে নয়। কোরানের সামগ্রিক শিক্ষার আলোকে দেখলে বোঝা যাবে 'বিধান' এর মত এ আয়াতগুলো মূলত: উদাহরণ। রসুলের সময়ে উদ্ভুত হওয়া কিছু কিছু সমস্যার সমাধানের নির্দেশনা আছে এতে, কিন্তু সব সমস্যার নয়। এর বাইরেও অনেক সমস্যা তখনও ছিল, ভবিষ্যতেও আসবে। এ ধরণের সমস্যায় রসুল এবং তার সাহাবীগণ নিজেদের বিবেচনার উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছেন। এমনকি যে বিষয়ে কোরানে আপাত: 'বিধান' পরিষ্কার মনে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও তারা কখনো কখনো কিছুটা পরিবর্তন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাহলে কোরানের এসব আপাত: 'বিধান' অলঙ্ঘনীয় নয়। পবিত্র কোরানেই আল্লাহ বলেছেন, 'আমরা আরবী ভাষায় কোরান নাজিল করেছি যেন তোমরা সহজে বুঝতে পার' [১২:২]। তাহলে যারা আরবী ভাষাভাষী নয় পবিত্র কোরান কি তাদের জন্য নয়? সহজেই অনুমেয় যারা আরবী ভাষাভাষী নন তারা নিজের ভাষায় নিজের মত করে কোরানকে বুঝতে চেষ্টা করবে। ঠিক তেমনি 'বিধান' বা 'আইনের' মত ঐ সব আয়াতগুলিকে পবিত্র কোরানের বাকী বিশাল অংশের আলোকে, এবং আল্লাহর সৃষ্ট জগত থেকে পাওয়া জ্ঞান এর মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, না বুঝে হুবহু প্রয়োগ করা এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য নয়।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ তার সৃষ্ট এ বিশ্বজগতের সব জিনিস ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা নিতে বলেছেন বারবার। আমাদের আশেপাশের জড়জগৎ, জীবজগৎ, তাদের আচরণ, সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তার মানে বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ব, সাহিত্য, সবই এসে যাচ্ছে এর মধ্যে। আমি জিনিসটিকে এভাবে দেখি - দুটি গ্রন্থ আল্লাহ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, একটি হচ্ছে পবিত্র কোরানের মত লিখিত ঐশী গ্রন্হ (সব ঐশী গ্রন্থকে আমি একটি হিসেবে বিবেচনা করছি), অপরটি হচ্ছে তারই সৃষ্ট আমাদের আশেপাশের জগৎ । এ দুটি গ্রন্থকে একসাথে মিলিয়ে পড়লেই আমি সত্যিকারের জ্ঞানে প্রবেশ করতে পাব, আল্লাহর নির্দেশিত সত্য পথের দিকে যেতে পারব। দুটির কোন একটিকে বাদ দিলে আমি ঠিকমত পথ খুঁজে পাব না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই অনেক ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা, যাদেরকে আমরা 'আলেম' বলে থাকি, কেবলমাত্র লিখিত ঐশীগ্রন্থ পড়েই ভাবছেন তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবেন, আল্লাহর সৃষ্ট জগতের অন্য গ্রন্থটি পড়ার কোন প্রয়োজনই তারা মনে করছেন না। কেন তাদের বিশ্লেষণ যে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হচ্ছে তার কারণ এখন বুঝতে কষ্ট হয় না। এর উপর আবার তারা যেটি বুঝেছেন সেটিই আল্লাহর দেয়া একমাত্র 'আইন বা বিধান' হিসেবে দাবী করছেন, এবং অপরের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। এখানেই আমার ধারণা তারা বিশাল এক ভুল করছেন, যার সম্পর্কে আরও কিছু কথা নীচে তুলে ধরছি।

যেহেতু আল্লাহ অসীম, তাই তার পবিত্র কোরানের প্রতিটি বাণীর অর্থও অসীম। তাহলে কোনো মানুষ, তা একজনই হোন বা শতজন হোন, কখনও কি দাবী করতে পারেন যে তিনি বা তারা কোরানের একটি বাণীর যে অর্থ বুঝেছেন, একমাত্র সেটিই আল্লাহ বলতে চেয়েছেন? যত বড় আলেমই তারা হোন না কেন, কেউ কি বলতে পারবেন যে ব্যক্তিগত,

পারিবারিক, সামাজিক, বা রাষ্ট্রীয় কোন সমস্যায় কোরান হাদিস বিশ্লেষণ করে তারা যে সমাধান দিয়েছেন সেটিই আল্লাহর দেয়া একমাত্র অলঙ্ঘনীয় বিধান? কখনও নয়। কেউ যদি এরকম দাবী করেন, তবে তিনি আল্লাহকে সসীম করে ফেললেন। অর্থাৎ আল্লাহর অসীমতার প্রতি তার বিশ্বাসটিই নষ্ট হয়ে গেল। এর কাছাকাছি উদাহরণ হচ্ছে সাত জন অন্ধের হাতি দেখার মত। একজন কান ধরে ভাবছে হাতি কূলার মত, একজন পা ধরে ভাবছে স্তম্ভের মত, আর একজন লেজ ধরে ভাবছে চুলের মত। সে ভাবতে পারে, তাতে দোষ নেই। কিন্তু যদি দাবী করে বসে যে তার ভাবনাটিই একমাত্র সঠিক, তখনই হবে বিপত্তি। আবার অন্য দিক থেকে বলা যায় যে যদি কেউ মনে করেন যে তিনি বা তারা একত্রে মিলে পবিত্র কোরানকে যে ভাবে বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন সেটিই আল্লাহর বিধান, তাহলে তারা দাবী করছেন যে অসীম আল্লাহর পুরোপুরি জ্ঞান তারা অর্জন করে ফেলেছেন। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও অসীম জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে দাবী করছেন, যার অর্থ হতে পারে যে এ বিষয়ে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাবী করছেন। এটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে আল্লাহর অংশীদারীত্ব দাবী করা বা 'শিরক' করা, যা মহাপাপ। এ প্রসঙ্গে রসুলের আর একটি শিক্ষার কথা একটি বই এ পেয়েছিলাম। পবিত্র কোরানের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথেও এর মিল আছে বিধায় তার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একবার রসুল (দঃ) বললেন যে "তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের মত মানুষকে প্রভু বানিও না।" উপস্থিত সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে রসুল(দঃ), আপনি ইহুদীদের কথা কেন বললেন? তারা তো মানুষকে প্রভু বলে না।" তখন রসুল(দঃ) বললেন, "কেন, তাদের 'রাবাই'রা কোন উক্তি করে যখন বলে যে এটি আল্লাহর হুকুম বা বিধান, তখন সাধারণ ইহুদীরা নিজেরা যাচাই না করে সেটিকে আল্লাহর হুকুম বা বিধান হিসেবে মেনে নেয়। এতে কি রাবাইদেরকে আল্লাহর স্থানে স্থান দেয়া হচ্ছে না?" উল্লেখ্য, রাবাই হচ্ছে ইহুদী ধর্মের আলেমগণ। পবিত্র কোরানেও এর ইঙ্গিত আছে, "আল্লাহর বাইরে তারা প্রভু হিসেবে নিয়েছে তাদের রাবাই এবং সন্নাসীদের, এবং মেরীপুত্র মসিহকে, যেখানে কেবলমাত্র এক প্রভুর উপাসনা করার কথা ছিল" [৯:৩১]। উপরের শিক্ষাটি নিয়ে সবাইকে গভীর ভাবে ভাবতে অনুরোধ করছি। যদি কোন ধর্মীয় আলেম, মুফতি বা পীরের বক্তব্যকে নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেচনায় যাচাই না করে আল্লাহর হুকুম হিসেবে মেনে নেই, তাহলে আমি সে আলেম, মুফতি বা পীরকে আল্লাহর স্থানে স্থান দিচ্ছি, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শির্ক করছি, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। আবার একে ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় যে কোন আলেম, মুফতি বা পীরসাহেব তার দৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুম বা শরিয়তের বিধান বলে যা বিবেচনা করেন আমাকে তিনি তা কেবলমাত্র জানাতে পারেন আমার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আমার নিজের বিবেচনার জন্য। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আমাকে তা আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আদেশ হিসেবে মানতে বাধ্য করলেন বা জোর করলেন, সে মুহূর্তে তিনি নিজেকে আল্লাহর সাথে অংশীদার দাবী করলেন, বা শির্ক করলেন।

যত বড় জ্ঞানী-গুণী-আলেম হোন না কেন তিনি একজন মানুষ, এবং মানুষ কেবল বলতে পারে যে অসীম আল্লাহর ইচ্ছা বা নির্দেশনাটিকে সে কিভাবে বুঝেছে, তার ধারণায় এর আলোকে কোনও একটি সমস্যার কি সমাধান হতে পারে। এটিই হচ্ছে অভিমত বা 'ফতোয়া' যা এ লিখার শিরোনাম হিসেবে এসেছে। পৃথিবীর শত শত ধর্মীয় আলেমও যদি একত্রে কোরান হাদিস বিশ্লেষণ করে ফতোয়া দেন, সেক্ষেত্রেও একই যুক্তি থাকছে, কারণ শত শত আলেম মিলেও আল্লাহর অসীম জ্ঞান সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না। যে মুহূর্তে কেউ দাবী করবেন যে তাদের দেয়া ফতোয়াটিই আল্লাহর বিধান, সঙ্গে সঙ্গে অসীম আল্লাহর সঙ্গে তারা নিজেদেরকে সমকক্ষ দাবী করলেন, এবং সাথে সাথেই তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেল, এবং তারা ইসলামের বাইরে চলে গেলেন। আর এটিকে আল্লাহর আইন বা বিধান হিসেবে কার্যকরী করার জন্য কেউ যদি জোর খাটান, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তার অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই যারা অতি উৎসাহী হয়ে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের বিশ্লেষণ করা ধারণাকে বা 'ফতোয়া'কে আল্লাহর 'আইন' বা 'বিধান' হিসেবে চালু করার কথা ভেবে নিজের জীবনকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছেন, করছেন বা ভবিষ্যতে করতে পারেন, তাদেরকে আমি নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, অসীম আল্লাহর আনুগত্যকে সামনে রেখে ভাবতে অনুরোধ করছি – আপনি যা করছেন বা করতে চাচ্ছেন তা আপনার মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। নাকি আপনি নিজের অহংবোধকে সামনে রেখে চলছেন, অসীম আল্লাহর আনুগত্যকে নয়।

একটি প্রশ্ন হয়ত আসতে পারে যে রসুল(দঃ) মদীনায় যে রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে তিনি তো মানুষকে শাস্তি দিয়েছেন, অর্থাৎ কোন কোন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য মানুষকে জোর করেছেন, বা 'আইন' প্রয়োগ করেছেন। এখানে বুঝতে হবে যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ঐ সময়ের কর্মকান্ডের দুটি দিক ছিল –

একটি ইসলামের ধর্মীয় নেতার, অপরটি রাষ্ট্র–প্রধানের। ধর্মীয় নেতা হিসেবে ধর্ম বিষয়ে তিনি কখনই জোর করেন নি, করতেও পারেন না। অপর দিকে রাষ্ট্র–প্রধান হিসেবে ঐ অঞ্চলের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তার উপর ছিল, তাই সেখানে নিজের বিচারে যাকে অপরাধী মনে হবে তাকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জোর প্রয়োগ করা হয়েছে, ধর্মের জন্য নয়। এ বিচার ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য তিনি আল্লাহর কোরানের পথনির্দেশনার সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু বিচারক হিসেবে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার নিজের। মানুষ হিসেবে সেখানে তিনি ভুল বিচার করতে পারেন, ভুল সিদ্ধান্তও দিয়ে দিতে পারেন যার দায়িত্ব হবে তার নিজের, আল্লাহর নয়। এ কথাটি তিনি নিজে, এবং তার পরবর্তী হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) সবাই বলেছেন। অর্থাৎ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শৃংখলা রক্ষার জন্য নিয়ম কানুন আমরা তৈরী করব, সেখানে অবশ্যই ঐশী গ্রন্থের পথ-নির্দেশনা আমারা যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা ব্যবহার করব, কিন্তু এ আইনের দায়িত্ব হবে আমাদের, কারণ আমরা সেখানে ভুলও করতে পারি। কোরানের আলোকে পৃথিবীর সব আলেমরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেও সেটিই যে আল্লাহর বিচারে ঠিক আইন, তা কি কেউ দাবী করতে পারবেন? তাহলে আল্লাহর বিচারে একটি বেঠিক আইন আমরা যদি আল্লাহর আইন হিসেবে দাবী করি সেটি কি বিশাল অন্যায় হবে না? তাই আমাদের গ্রামে গঞ্জে আজকাল ফতোয়ার মাধ্যমে বিচার করে সেগুলোকে আল্লাহর আইন বলে যে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে কি হতে পারে পাঠক নিজেই বিচার করে দেখুন। স্বয়ং রসুল (দঃ) কখনও মদীনাকে আল্লাহর আইনে চলা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘাষণা দেন নি, অথচ আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কথা বলছি। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে কখনও কখনও সামাজিক অন্যায় যেমন খুন, ব্যাভিচার ইত্যাদির জন্য হযরত মোহাম্মদ(দঃ) এর কাছে বিচারের জন্য এলে তিনি সাহাবাদেরকে বলতেন, "কেন তোমরা এ ব্যাপারটিকে আমার কাছে পৌঁছুতে দিয়েছ, কেন তোমরা আগেই আপোষে মিটমাট করে ফেললে না?" এটি গভীর চিন্তার বিষয়। হযরত আবুবকর, হযরত ওমরের মত অতি উঁচু স্তরের আলেম বা ধর্মীয় নেতারা জানার পরেও একজন খুনীর শাস্তি হতে পারে না, যদি না তার অভিযোগ স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কাছ পর্যন্ত পৌঁছায়। তার কারণ এখানে হযরত মোহাম্মদ(দঃ) খুনীর শাস্তি দিচ্ছেন ধর্মের জন্য নয়, ধর্মীয় নেতা হিসেবে নয়, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে। আরেকটি চিন্তার বিষয়, রসুল (দঃ) চাইতেন অন্যায়কারীকে যেন সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায়, শাস্তি দেয়াটাকে তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। আর আজকের যুগের ধর্মীয় আলেমগণ চান কথায় কথায় শাস্তি দিতে, যা রসুল(দঃ) এর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত চরিত্র নিয়ে তারা কিভাবে নিজেদেরকে 'নায়েবে রসুল' বা রসুলের প্রতিনিধি হিসেবে চিন্তা করতে পারেন?

সবাইকে একটু গভীরভাবে ভাবতে বলছি। আমার চিন্তায় ভুল হতে পারে, কারণ আমিও একজন সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধির মানুষ। আল্লাহর রসুল উম্মতের মধ্যে মতামতের বিভিন্নতাকে মানুষের জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরকমও বলা হয়েছে যে উম্মতের মধ্যে মতামতের বিভিন্নতা সত্যকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তাই এ ব্যাপারে ধর্মীয় আলেম ও সাধারণ পাঠক সবাইকেই তাদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে জনগণকে আলোকিত করার জন্য অনুরোধ করছি, যেন জনগণের প্রত্যেকেই এসব তথ্যের ভিত্তিতে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণাকে উন্নত করতে পারেন ও তা নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারেন। তাই ফতোয়ার বিষয়টিতেও আমাদের ধর্মীয় আলেম, সম্মানিত বিচারকমন্ডলী, সাধারণ জনগণ, সবাইকেই ভাবতে অনুরোধ করছি। আমার বিচারে যে কোন ব্যক্তি অভিমত বা ফতোয়া অবশ্যই দিতে পারেন, কিন্তু অপরের উপরে জোর করে তা চাপিয়ে দিতে পারেন না।